# মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রস্তাবিত বস্তুবাদী মানবতাবাদ: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

## সারাংশ

রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নবমানবতাবাদ একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ যা ব্যক্তির স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বিজ্ঞান ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছে। আধুনিক ভারতে রায় ছিলেন এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি সনাতন ভাববাদী দার্শনিকদের মানবকেন্দ্রিক মতাদর্শকে খণ্ডন করে বস্তুবাদী মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন, সে কারণে তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তি অপেক্ষা দার্শনিক বলে অধিক পরিচিত ছিলেন। রায় মানবতাবাদকে বিজ্ঞান নির্ভর করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন কারণ তিনি মনে করেন, অন্যথায় তা অতীন্দ্রিয় সত্তা নির্ভর, কাল্পনিক, কাব্যিক তত্ত্বে পরিণত হবে। এমন তত্ত্ব ব্যক্তিকে অধিবিদ্যক বিমূর্ত সত্তায় পরিণত করে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য অন্তর্হিত হয়। দার্শনিক ফয়েরবাখ এভাবেই মানুষকে জগতের কেন্দ্রে স্থাপন করলেও তাকে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় আচ্ছাদিত রেখেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে ঈশ্বর মানুষকে বর্তমান রূপেই জগতে প্রেরণ করেছেন। এই অবাস্তব কাল্পনিক ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস যখন বস্তুবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন রায় সেই মতটিকে সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু মার্কস ধর্ম-নিরপেক্ষ ধারণাকে বাস্তবের কষ্ঠিপাথরে বিচার করার অঙ্গীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রণবাদে (determinism) পরিণত হয়। মানুষের পরিবর্তে যন্ত্রকে সমাজ পরিবর্তনের চালিকা শক্তি বলে স্বীকার করায় রায় মার্কসবাদের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন বলে মনে করেন। রায় তাঁর মানবতাবাদী তত্ত্বে মানুষকে জগতের কেন্দ্রে স্থাপন করার জন্য মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তা বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ বা নবমানবতাবাদ নামে পরিচিত। রায়ের মানবতাবাদ বস্তুবাদকে একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ দর্শন বলে মনে

করে, কারণ বস্তুবাদই মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তিনি মনে করেন, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান। মানুষকে আমরা স্বার্থপর অথবা অন্যায়কারী বলে মনে করি বলেই তাকে সমাজ অথবা ঈশ্বরের অধীনে রাখতে সচেষ্ট হয়েছি। সমাজ যেন সংশোধনাগার যা ব্যক্তিকে অবদমিত রাখবে। ঈশ্বর ব্যক্তির পাপ কর্মের বিচারক তাই ঈশ্বরের পদানত থাকাই যেন মানব ধর্ম। কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতার হানি হয়। তাই তিনি মনে করেন, ব্যক্তির স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সে যে তার উৎপত্তি ও অগ্রগতির জন্য অন্য কোনও সত্তার উপর নির্ভরশীল নয় তা প্রমাণ করতে হবে। তাঁর বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে জগতের আদিতে জড়বস্তুরই কেবল অস্তিত্ব ছিল এবং বিবর্তনের ফলে ঐ জড়বস্তু থেকে মন, চৈতন্য, ইচ্ছা, ধারণা ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে। রায় এভাবেই চৈতন্য, মন, ধারণা ইত্যাদিকে উদ্ভূত বিষয় বলে মনে করেছেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে এগুলি সম্পূর্ণ ভাবে জড়বস্তু নির্ভর। তিনি মনে করেছেন, উৎপন্ন হওয়ার পর যখন এরা সঠিক ভাবে আকারিত হয়, ক্রিয়া করতে সমর্থ হয় তখন জড় ও চেতনা উভয়ই সমান্তরাল ভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে। তাঁর মতে, চৈতন্য জড় বস্তু সৃষ্ট এবং কোনও জগৎ অতিরিক্ত সত্তার দাক্ষিণ্যে লব্ধ নয়। একথা স্বীকার করলে তবেই ব্যক্তি নিজেকে পরাধীন বলে মনে করা থেকে বিরত থাকবে। সে নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় — একথার অর্থ হল মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা। বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে মানুষ বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। সুতরাং ব্যক্তি তার মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রয়োগে পরিবর্তন আনতে সমর্থ। এই কারণে যুক্তি, মুক্তি, নীতিকে রায়ের মানবতাবাদের তিনটি স্তম্ভ বলা হয়। তিনি মনে করেন, আমাদের যুক্তি আছে বলেই আমরা নীতিবাদী। আবার যুক্তি আমাদের অকারণভাবে অন্য-নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে। এভাবেই রায় তাঁর নব মানবতাবাদী তত্ত্বকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে তোলেন।

কিন্তু আমরা জানি বস্তুবাদের প্রধান কথা হল যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদ। আবার মানবতাবাদের মূল কথা হল মানুষের স্বাধীনতা। এই পরস্পর বিরোধী দুটি মতবাদকে রায় কীভাবে মানবতাবাদী তত্ত্বে প্রয়োগ করেছেন সেটি আমার গবেষণার আলোচ্য বিষয়। নিয়ন্ত্রণবাদ দ্বারা স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ ব্যক্তির চিন্তা যদি জড় জগতের নিয়ম অনুসারী হয় তাহলে সেখানে ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না বলে মানুষের কোনও কর্মকে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বলা যায় না। ফলে মানুষের কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। কিন্তু আমরা জানি সমাজ ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নৈতিকতা অত্যন্ত জরুরী। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচরণের মধ্যে একরূপতা রক্ষার জন্য কোনও একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে সকলের আচরণ নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির নিকট কিছু প্রত্যাশা থাকে — যে প্রত্যাশাগুলি পূরণ সম্ভব হয় ব্যক্তির মানবিক আচরণের দ্বারা। তাই বস্তুবাদকে স্বীকার করলে নৈতিকতার অবস্থান বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। নৈতিকতা কতকগুলি আদর্শ নির্ধারণ করে যা ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা গঠনে ব্যক্তিকে সহায়তা করে এবং সেই অনুসারে ব্যক্তি তার কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু সমস্যা হল সবই যদি বস্তু জগতের নিয়ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ব্যক্তির ইচ্ছাও অন্য কারণ নির্ভর হওয়ায় স্বাধীন না হয় তবে নৈতিক আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। যদি সমস্ত কিছুই ভৌত নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছাশক্তি তাৎপর্যহীন বলে মনে করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক ভারতীয় চিন্তাবিদ মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও নৈতিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তিনি তাঁর নব মানবতাবাদে বস্তুবাদী নৈতিকতার ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। তাই আমরা এই গবেষণাপত্রে রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বস্তুবাদী মানবতাবাদের স্বরূপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করব। আমরা বোঝার চেষ্টা করব বস্তুবাদের মাধ্যমে মানবতাবাদী আলোচনা

সম্ভব কীভাবে? মানবতাবাদের মূল কথা যদি স্বাধীনতা এবং নৈতিকতা হয় তাহলে বস্তুবাদের মাধ্যমে এগুলির ব্যাখ্যা কীভাবে সম্ভব?

**সূচক শব্দ:** মানবতাবাদ, নৈতিকতা, স্বাধীনতা, বস্তুবাদ, নবমানবতাবাদ